শতক পূর্তিতে উত্তরপাড়া জলকলের নতুন সাজ

নিজস্ব সংবাদদাতা

উত্তরপাড়া: কলেরা যাতে থাবা বসাতে না-পারে, সে জন্য ১০০ বছর আগে এলাকায় একটি জলপ্রকল্পের জন্য ৩৫ হাজার টাকা দান করেছিলেন উত্তরপাড়ার তৎকালীন রাজা জোৎকুমার মুখোপাধ্যায়। যা রাজ্যের অন্যতম পুরনো জলপ্রকল্প।

সোমবার, ১ অক্টোবর সেই প্রকল্পের শতক পূর্তি হল। এই উপলক্ষে জলের উপরে একটি তথ্যচিত্র দেখানো হয়। বিশিষ্ট জনেরা বক্তব্য পেশ করেন। ছিলেন মুখোপাধ্যায় পরিবারের বর্তমান সদস্যেরা। জলকল ভবনটিকে নতুন ভাবে সাজিয়েছেন পুর কর্তৃপক্ষ। তবে, পুরনো আদলটিকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে।

পুরপ্রধান দিলীপ যাদব বলেন, "অতদিন আগে প্রজাদের সুস্থ রাখতে রাজা পুরসভাকে ব্যক্তিগত ভাবে ওই টাকা দান করেছিলেন। তাঁর সেই অবদানকে আমরা স্মরণ করার চেষ্টা করছি। এ শহরে বহু প্রাজ্ঞ মানুষ আছেন। তাঁদের কাছ থেকেই সেই সময়ের ইতিহাস জানার চেষ্টা করছি। দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এতদিনের পুরনো জলকল এখনও দিব্যি কাজ করে চলেছে।" পুরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান অদিতি কুণ্ডু বলেন, "রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করব যাতে এই জলকলকে স্টেট হেরিটেজ কমিশনের আওতাভুক্ত করা হয়।"

পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, সেই আমলে শহরের বাবুঘাট এলাকায় প্রকল্পটি তৈরি করা হয়। প্রকল্পটির উদ্বোধন করেছিলেন রাজাই। গঙ্গার জল পরিশোধন করে তা এলাকায় সরবরাহ করা হত।

উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাবা জগমোহন মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে ১৮৫২-১৮৫৩ সালে বাবুঘাটটি তৈরি হয়। ওই ঘাটের সঙ্গেও বহু ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে। শহরের এক ইতিহাস-গবেষক জানান, রাজা জোৎকুমারের স্ত্রী ছিলে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভাইঝি প্রভাদেবী। তাই মাঝেমধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র নৈহাটি থেকে গঙ্গাবক্ষে উত্তরপাড়ার বাবুঘাট হয়েই আসতেন। এক সময় কলকাতার স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি উত্তর কলকাতার হাটখোলা ঘাট থেকে বর্ধমানের কালনা পর্যন্ত স্টিমার চালাত বাবুঘাট হয়েই। সেই স্টিমারও সাহিত্য সম্রাট ব্যবহার করতেন।

■ **নবকলেবর:** রং করা হচ্ছে পুরনো বাড়ি। *নিজস্ব চিত্র*

নারী সৌন্দর্যের বন্ধন
শ্রী বেনারসী
হাওড়া স্টোর্স
সিল্ক, তাঁত ফ্যান্সি শাড়ী
শাড়ীর স্বর্ণখনি
সর্বভারতীয় শাড়ী, বিছানার চাদর ইত্যাদি
৬৩, জি. টি. রোড (সা) হাওড়া - ১